দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...17 JUL 2015...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 3 ...

শিক্ষা ■ ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান

শিক্ষা ব্যবস্থার অনিবার্য অনুষঙ্গ

শিক্ষা পরিকাঠামো গড়ে ওঠে অনেকগুলো উপাদানের সমন্বয়ে। এসব উপাদানের প্রত্যেকটিই গুরুত্বপূর্ণ। একটাকে ছাড়া অর্থহীন। যেমন শিক্ষা ব্যবস্থার অনিবার্য অনুষঙ্গ শিক্ষক। নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর সাথে সাথে কালক্রমে শিক্ষক বা গুরুজন জ্ঞানের আধার রূপেই বিবেচিত হতে থাকে। শিক্ষার জ্ঞানশক্তি বিকাশ করতে, শিক্ষা-কল্যাণের দ্যুতি ছড়াতে শিক্ষকই হচ্ছেন একমাত্র দায়িত্বশীল ব্যক্তি। শিক্ষার সামগ্রিক প্রচার-প্রসারে কিংবা শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে শিক্ষকের অবদান, তাঁর চিন্তা-গবেষণা সর্বাগ্রে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়।

মনে রাখতে হবে, একজন শিক্ষক জীবনব্যাপী শিক্ষার্থী। প্রকৃত শিক্ষাদানে ব্রতী শিক্ষক সদা শিক্ষার্জনে মনোযোগী। শিক্ষার্থীর মনের সুকুমারবৃত্তিগুলোকে পরিস্ফুটনের গুরু-দায়িত্ব শিক্ষকের ওপর বর্তায় সন্দেহাতীতভাবে। তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলেছেন : "উত্তম শিক্ষক হবেন উত্তম ছাত্র। শিক্ষকের ছাত্রত্ব গ্রহণে তাঁর মনের তারুণ্য নষ্ট হতে পারে না বরং তিনি সব সময়ই সুবিধা-অসুবিধা ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হবেন এবং এ কারণেই তিনি শিশুদের মনের একান্ত কাছাকাছি থাকবেন।"

শিক্ষা-প্রক্রিয়ার আরেকটি উপাদান শিক্ষার্থী। শিক্ষাবিদগণ এই উপাদানটিকে শিক্ষা-প্রক্রিয়ার শ্রেষ্ঠ উপাদান হিসেবে মূল্যায়ন করেন। কেননা শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার মাঝে শিক্ষার্থী থাকা অপরিহার্য। শিক্ষার্থী ব্যতীত শিক্ষা-কার্যক্রম পরিচালনার কোনো সুযোগ নেই। তাই বলা হয়, যেখানে অর্বাচীন, অপরিপক্ক শিশুর বা শিক্ষার্থীর অস্তিত্ব নেই সেখানে শিক্ষকেরই কী প্রয়োজন আছে! তাই যেখানে শিক্ষা সেখানেই শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। শিশু তার জন্মকাল থেকে শেখা শুরু করে। নিত্য পরিবর্তনশীল এই জগতে বাঁচার জন্য তাকে প্রতিটি মুহূর্তেই শিখতে হয়। বলা যায়, শিশুর বা শিক্ষার্থীর এই শেখার আগ্রহ বা প্রচেষ্টা পুরোটাই সহজাত। সে প্রতিদিনই পুরাতন আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে শুভ আচরণ ও উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করে জীবনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে।

শিক্ষা কার্যক্রমের মেরুদণ্ড হলো কারিকুলাম শিক্ষাক্রম। কেননা শিক্ষাক্রমের ওপর ভিত্তি করেই পরিচালিত হয় যে কোনো দেশের শিক্ষা-কার্যক্রম। অধুনাকালে শিক্ষালয়ের বৈচিত্র্যপূর্ণ সব অভিজ্ঞতার সমন্বিত রূপকেই বলে শিক্ষাক্রম। শিক্ষার্থীদের সকল শিখন-যা শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের জন্য শিক্ষালয় দ্বারা পরিকল্পিত ও পরিচালিত তাই মূলত শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রমে জাতীয় শিক্ষার অভীষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ও জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষারও প্রতিফলন ঘটে। শিক্ষাক্রমে কেবল ভাষাভিত্তিক বিষয়গুলোরই স্থান থাকে না, এখানে জীবনঘনিষ্ঠ কর্মভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার নির্দেশনা থাকে। এক কথায় বলতে গেলে

শিক্ষাক্রমের মধ্যে শিক্ষার উদ্দেশ্য, পাঠবিবরণী এবং শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত ও বাঞ্ছিত আচরণের দিকগুলো বিশেষভাবে উল্লেখ থাকে।

নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষালয় বা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা কার্যক্রমের একটি অপরিহার্য উপাদান। শিক্ষক, শিক্ষার্থীর সাথে সাথে এটিও শিক্ষার একটি অন্যতম উপাদান। এক-সময়ে পারিবারিক আদলে পিতা-মাতা কেন্দ্রিক শিক্ষার প্রচলন থাকলেও অধুনাকালে শিক্ষালয় ব্যতীত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা যায় না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রম-অগ্রসরমান যুগে শিক্ষালয় বা প্রতিষ্ঠান এখন অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। শিক্ষালয় এখন কেবল শিখন-শেখানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, শিক্ষার্থীদের মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের ন্যায় উচ্চতর মানবিক গুণাবলির বিকাশেও অসামান্য অবদান রাখছে। শিক্ষার্থীদের মাঝে জ্ঞানভিত্তিক সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থার ভিত তৈরিতে শিক্ষালয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কেননা একটি ভালো শিক্ষালয় শিক্ষার্থীকে আলোয় ভরা সম্ভাবনাময় পৃথিবী গড়তে কাঙ্ক্ষিত পথের দিশারী হতে পারে।

শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জন্মগ্রহণের মধ্যদিয়ে একটি শিশুর শিক্ষার সূচনা ঘটে পরিবারের মাধ্যমেই। শিক্ষার্থীর জীবনের প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের মুহূর্তে পরিবার শিক্ষার্থীর জন্য নিঃস্বার্থ নির্দেশ দিয়ে থাকে। শিক্ষার্থীর বয়স যখন কম থাকে তখন সে জ্ঞানে-বুদ্ধিতে কখনো চাতুর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সঙ্গত কারণেই বুদ্ধিমত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে না। সেক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবেশও একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিক্ষার সাফল্য ও ব্যর্থতার ক্ষেত্রে পরিবেশের বেশ প্রভাব রয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ শিক্ষার্থীদের যেমন মনস্তাত্ত্বিক বিকাশে সহায়তা করে তেমনি সামাজিক পরিবেশও শিক্ষার্থীর মাঝে প্রভাব বিস্তার করে। স্রষ্টার অনন্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ শিশুদের মাঝে যেমন নানা কৌতূহল ও উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে তদ্রূপ সামাজিক আচার-আচরণ ও সভ্যতা-সংস্কৃতির চর্চা থেকেও শিশুর ভাবনার জগৎকে প্রসারিত করে। প্রকৃতিপ্রদত্ত সৃষ্টির অপরূপ সৌন্দর্যের মাঝে শিশু তার স্মৃতিকে যেভাবে শাণিত করতে পারে সেভাবে সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমেও শিশুর নৈতিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করতে পারে। সামাজিক শিক্ষা-দীক্ষায় ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং চিরায়ত লোকাচার থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করার প্রবণতা শিশুর মধ্যে বিকশিত হয়। শিশু তার জ্ঞানের তীক্ষ্ণতা দিয়ে পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে অসীম জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে। একটি সুন্দর পৃথিবী বিনির্মাণে পরিবেশ শিশুকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরিত করতে পারে।

● লেখক : প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা
E-mail : iecnu06@yahoo.com